কুরআন ও হাদিসের আলোকে দ্বীনী ইলমের ফযীলত ও গুরুত্ব

(১৪/১০/৪৭ হিঃ, ০৩/০৪/২৬ ইং) শুক্রবার।

বান্দা রশীদ আহমাদ কাসেমী। খাদেম:- জামিয়া আল-হেরা টাঙ্গাইল।
যোগাযোগ: ০১৯২৮-১৮৫২৫১ (হোয়াটসআপ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ،

فأعوذ بالله من الشَّيطانِ الرَّجيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ.

ভূমিকা

এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত। ইসলাম ধর্মে যে সমস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার অন্যতম হল, দ্বীনী ইলম বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ৪০ বছর হয় তখন তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির সর্বপ্রথম বিধান যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন তা হল, "ইক্বরা" অর্থাৎ পড়ুন। এর মানে কী দাঁড়াল? অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সূচনাই হল পড়া তথা ইলম শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে।

সম্মানিত হাজিরীন! আগামী ২০২৬ ইং নতুন শিক্ষাবর্ষ একেবারেই সন্নিকটে বিধায় আমরা আজকের জুমার আলোচনায় দ্বীনী ইলমের ফযীলত এবং আগামী জুমায় মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনী ইলমের দুটি স্তর বা ভাগ রয়েছে

মুহতারম মুসল্লিয়ান! প্রখ্যাত মুফাস্সিররে কুরআন, আল্লামা কুরতুবী রাহ. তাফসীরে কুরতুবী'র ৮ম খণ্ডের ২৯৫ নং পৃষ্ঠায় সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি দ্বীনী ইলম অর্জন করাকে দুই প্রকার বা দুটি স্তরে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ...وَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، كَتَحْصِيلِ الْحُقُوقِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُصُومِ وَنَحْوِهِ...

মর্মার্থ: দ্বীনী ইলম অর্জনের দুটি স্তর ও ভাগ রয়েছে। ১। ফরযে আইন। ২। ফরযে কেফায়া।

১. ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলম সম্পর্কে সুনানে ইবনে মাজার ২২৪ নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. অর্থ: প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৪)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানের নিজ ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, নামায-রোজা, লেনদেনসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যার প্রাথমিক জ্ঞান থাকা সকলের জন্যই জরুরী। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। এবং নিজ অধীনস্তদেরকেও শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

২. দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সমষ্টিগত সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই গোনাহগার হবে ও দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা।

এই সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াতে কারীমায় ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢﴾

অর্থ: মুমিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়বে। অতএব তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট অংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের (জ্ঞান) "বুঝ" অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা (মন্দ কাজ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা তাওবাহ: ১২২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. তাফসীরে কুরতুবী'র ৮ম খণ্ডের ২৯৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ طَلَبِ الْعِلْمِ،.... وَفِي هَذَا إِيجَابُ التَّفَقُّهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ عَلَى الْكِفَايَةِ دُونَ الْأَعْيَانِ....

طَلَبُ الْعِلْمِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَرْتَبَةٌ شَرِيفَةٌ لَا يُوَازِيهَا عَمَلٌ.

বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৯৩, ২৯৫

প্রিয়া হাজিরীন! এখানে লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তাআলা সবাইকে যুদ্ধে বের হয়ে পড়ার নির্দেশও করছেননা আবার সবাইকে তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন বা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেও নির্দেশ করছেননা।

এর দ্বারা বুঝা গেল, সমাজের একটি দল বা কিছু লোককে অবশ্যই তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন বা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে যেন, যারা জানেনা তাদের মাধ্যমে তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে।

তাছাড়া হাদিস শরীফেও এই বিশেষ জ্ঞান সাধকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, শরহু মুশকিলি আসার কিতাবের ৩৮৮৪ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ."

অর্থ: হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক আগত প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য শ্রেণির মানুষ। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার: ৩৮৮৪)

মুহতারম হাজিরীন! উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে জানা গেল, দ্বীনের প্রতিটি শাখায় গভীর জ্ঞান রাখা সকল মুসলিমের উপর ফরজে আইন না হলেও তা ফরজে কিফায়া। আর এই ফরজে কিফায়ার ফরজটি বাংলাদেশের হাজার হাজার মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ তালিবুল ইলমগণ কোটি কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আদায় করছে।

দ্বীনী ইলমের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত কুরআনের আয়াত সমূহ

মহান রব্বুল আলামীন কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলম ও এর ধারক-বাহক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অসংখ্য স্থানে প্রশংসা করেছেন। আমরা ক্রমিক সংখ্যায় নিম্নে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি।

১. আল্লাহ তাআলা সূরা মুজাদালার ১১নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

{يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (ইলম) জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বহুগুণ উন্নীত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।

দেখুন এখানে আল্লাহ তাআলা ঈমানদার এবং ইলমওয়ালাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা একগুণ বা দুইগুণ বলেননি, বরং دَرَجَةً এর বহুবচন دَرَجَاتٍ ব্যবহার করেছেন যা অসংখ্য ও অগণিত বুঝায়।

২. আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ সা. কে কোনকিছু বাড়িয়ে বা বেশি বেশি চাওয়ার নির্দেশ করেননি। কিন্তু ইলম বেশি করে চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা ত্ব-হা'র ১১৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, .{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} অর্থ: আর আপনি দুআয় বলুন! হে আমার রব আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

৩. মুহতারম হাজিরীন! আল্লাহ তাআলা নিজ একত্ববাদের সাক্ষ্যি হিসাবে তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) আল্লাহ তাআলা নিজেই।
(২) ফেরেশতাগণ।
(৩) ইলমওয়ালাগণ।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে-ইমরানের ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

অর্থ: আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও উলুল ইলম তথা জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ (সূরা আলে-ইমরান: ১৮)

৪. সূরা যুমারের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

অর্থ: হে নবী বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? নিশ্চয় জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার: ৯)

৫. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা আনকাবুতের ৩৪ নং আয়াতে বিভিন্ন ঘটনা, উদাহরণ পেশ করে বলেন, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ অর্থাৎ "আলিমগণ ছাড়া এই সমস্ত (প্রজ্ঞাময়) কথা কেউ বুঝেনা"। (সূরা আল-'আনকাবুত: ৩৪)

৬. শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় ও একান্ত বান্দা যারা তাঁর বিধান মেনে চলে, আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাদের কথা সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাকে ভয় করে (সূরা ফাতির: ২৮)।

এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ইলম এবং আলেমগণের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। সম্মানিত মুসল্লিয়ান! এই সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেল দ্বীনী ইলম এবং আলেমগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আল্লাহ্ তাআলার কাছে যাবতীয় নেয়ামত থেকে ইলম সবচেয়ে প্রিয়

সহীহ বুখারী'র ৩৪০১ নং হাদিসের লম্বা বর্ণনায় এসেছে, নিম্নে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হল,

أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ: أَنَا فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ.

অর্থ: একবার মূসা ('আঃ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমি। মূসা ('আঃ) এর এ উত্তরে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কিত করেননি। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪০১)

দুই নদীর সংযোগ স্থলের সেই বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরা কাহফের ৬৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿فَوَجَدَا عَبۡدٗا مِّنۡ عِبَادِنَآ ءَاتَيۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا﴾

অর্থ: অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি আমার বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ ইলম।

কুরআনের ভাষাশৈলি ও সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যায়, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত খাজির আ. কে দুটি নেয়ামত দান করেছিলেন, ১. রহমত। ২. ইলম। কিন্তু রহমতের জন্য তিনি "ইনদা" শব্দ ব্যবহার করেছেন আর ইলম এর জন্য "লাদুন" শব্দের ব্যবহার করেছেন। অথচ উভয়টির অর্থ হল, নিকটে বা কাছে। উভয়টির অর্থ যদি নিকটে বা কাছেই হবে তাহলে দুই স্থানে দুই শব্দের ব্যবহার কেন আসল?

এর জবাব হল, ইনদা আর লাদুন যদিও বাংলায় কাছে বা নিকটের অর্থ বুঝায় কিন্তু উভয়টার মাঝে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে!! কেননা আরবী ভাষায় "লাদুন" শব্দটি ইনদা শব্দ থেকেও অধিক নিকটে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন কেউ যদি বলে عندي مال "ইনদি মালুন" অর্থ আমার কাছে সম্পদ রয়েছে। এর মানে এই নয় যে, সম্পদ এখন তার সাথে বা পাশে আছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি লাদুন শব্দ ব্যবহার করে তার মানে হল সেই জিনিষ তার খুব কাছে বা নিকটে রয়েছে।

এখানেও আল্লাহ তাআলা রহমতের জন্য ইনদা এবং ইলমের জন্য লাদুন শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন, রহমত এবং ইলম উভয়টি যদিও আমার কাছের নেয়ামত কিন্তু ইলম আমার সবচেয়ে কাছের নেয়ামত।

হাদিসের আলোকে ইলমের ফযীলত

মুহতারম মুসল্লিয়ান! দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সরাসরি কুরআনুল কারীম থেকে ইলমের ফযীলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলাম। এবার আসুন আমরা হাদিসের আলোকে জেনে নেই ইলমের ফযীলত।

প্রিয়া হাজিরীন! হাদিসের সর্বোচ্চ কিতাব সহীহুল বুখারী থেকে নিয়ে অসংখ্য ও অগণিত হাদিসের সকল কিতাবে একটি অধ্যায় অবশ্যই থাকে তার নাম হল, "কিতাবুল ইলম" এটি মাস্টলি থাকবেই প্রতিটি হাদিসের কিতাবে। এমনকি চল্লিশ হাদিসের কিতাবের মধ্যে দুয়েকটি ইলমের ফযীলতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের বিখ্যাত দুই কিতাব সহীহুল বুখারী এবং মিশকাতুল মাসাবীহ সহ হাদিসের বড় বড় কিতাবে প্রথমে কিতাবুল ঈমান তথা ঈমানের আলোচনার পরই কিতাবুল ইলমের কথা এসেছে। কারণ বিশুদ্ধরূপে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত সহ ইসলামের সকল বিধান আদায় করতে গেলে ইলমের বিকল্প নেই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত তথা জীবনী পাঠ করলে স্পষ্টভাবে জানা যায়, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং অনেক বড় সওয়াবের কাজ হিসেবেই সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তা অর্জনের জন্য উম্মতকে গুরুত্বারোপ করেছেন। নিম্নে ইলমের ফযীলত ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমরা কিছু হাদিস আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি।

যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তার ফযীলত

মুহতারম হাজিরীন! ইলম এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যা কোন মানুষ অর্জন করার পর তার মূল্য বৃদ্ধি পায়, শুধু তা নয় বরং ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তার ফযীলত ও সম্মান শুরু হয়ে যায়। মুসনাদে আহমাদের ২১৭১৫ এবং জামে' তিরমিযী'র ২৬৮২, সুনানে ইবনে মাজা'র ২২৩ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ....

অর্থ: হযরত কাসীর ইবনু ক্বায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের জামে মসজিদে আবূ দারদা রাযি. এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যাক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবূ দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শহর মদিনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তুমি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশে আসোনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন উদ্দেশেও তুমি আসোনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ (সহজের জন্য হাদিসটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে লেখা হল,

১. প্রথম অংশ,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থ: যে ব্যাক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন।

২. দ্বিতীয় অংশ,

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

অর্থ: নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।

৩. তৃতীয় অংশ,

وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ

অর্থ: আর নিশ্চয় তালিবে ইলমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১)

ইলম অর্জন শুরু করার পর তালিবুল ইলম এর ফযীলত

মুহতারম মুসল্লিয়ান! পূর্বের হাদিসের মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে, একজন দ্বীনী ইলম অর্জনকারী ছাত্র ঘর থেকেই বের হওয়া মাত্রই তার মর্যাদা ও সম্মান শুরু হয়ে যায়। এবার আসুন জেনে নেই সে যখন পড়ার জন্য মাদ্রাসায় এসে বসে তখন তার কী ফযীলত? সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৬ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন-

(১) তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়।
(২) রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।
(৩) এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।
(৪) আর আল্লাহ তা'আলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম: ৬৭৪৬)

মুহতারম হাজিরীন! দেখুন কুরআনের ইলম শিক্ষা করার জন্য সমবেত হলেই বড় বড় ৪টি পুরস্কার দান করা হয়।

দ্বীনী ইলম অর্জনকারী ছাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদের সমতুল্য।

ইসলামের মধ্যে যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে যে সমস্ত আমলের জন্য সবচেয়ে বেশি সাওয়াব ও পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যতম হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

জিহাদ যেম সাবীলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা, রাসূল সা. তেমনি ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলেছেন। ইলম অর্জনকারীকে জিহাদকারীদের সমপর্যায়ে রেখেছেন, আর কিছু বর্ণনায় তো তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। জামে' তিরমিযী'র ২৬৪৭ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। (জামে তিরিমিযী: ২৬৪৭)
মুসনাদে আহমাদের ৯৪১৯ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ'র ২২৭ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী (অর্থাৎ ইলম) শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৭; মুসনাদে আহমাদ: ৯৪১৯)

ইলম অর্জনকারী তালিবুল ইলমকে স্বয়ং নবীজী সা. স্বাগতম জানিয়েছেন

মুহতারম মুসল্লিয়ান! নবীজী সা. দ্বীনী ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব এতবেশি বর্ণনা করেছেন যে, আমরা তা বলে শেষ করতে পারবনা। আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী'র ৭৩৪৭ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: " جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَتُظَلِّلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا فَيَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى تَعْلُوَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ

অর্থ: হযরত যির বিন হুবাইশ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত সাফওয়ান রাযি. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। (আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী, হাদীস ৭৩৪৭)

মুহতারম হাজিরীন! একটু ভেবে দেখুন! দ্বীনী ইলম অন্বেষনকারী একজন ছাত্রের কী পরিমাণ মর্যাদা ও ফযীলত হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে!!

আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

সম্মানিত হাজিরীন! এতক্ষন আমরা তালিবুল ইলম তথা ইলমে দ্বীন অন্বেষনকারী'র ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এবার আসুন খুবই সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই! দীর্ঘ সময় পড়াশোনা শেষ করার পর যখন আপনার সন্তান বা প্রতিবেশি একজন আলেম হবে তখন তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কী পরিমাণ বৃদ্ধি পায়?

(১) আলেমগণ সমস্ত নবীগণের উত্তরাধিকারী

হাদিসের বিখ্যাত কিতাব, মুসনাদে আহমাদের ২১৭১৫ এবং জামে' তিরমিযী'র ২৬৮২, সুনানে ইবনে মাজা'র ২২৩ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, হযরত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ،

অর্থ: (১) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। অর্থাৎ, একজন ইবাদতকারীর উপর আলিমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য।

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

অর্থ: আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি বিশাল অংশ লাভ করলো।

(২) একজন আলেমের মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর সত্তর গুণ বেশি।

একজন পরিপক্ক আলেমের মর্যাদা এতবেশি যে, সাদারণ একজন ইবাদতকারী যিনি আলেম নন তার তুলনায় ৭০ গুণ বেশি। জামিউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী কিতাবের ৯৫ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «فَضْلُ الْمُؤْمِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ سَبْعُونَ دَرَجَةً.

অর্থ: হযরত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন ঈমানদার আলেমের মর্যাদা অপর ঈমানদার ইবাদতকারীর তুলনায় ৭০ গুণ বা ৭০ স্তর বেশি।

(৩) আলেমের মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় শহীদের চাইতেও বেশি।

একজন আলেমের ফযীলত বা মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় একজন শাহাদতবরণকারীর চাইতেও বেশি। এখানে আমরা দুটি হাদিস উল্লেখ করছি।

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ'র ৪৩১৩ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ "

অর্থ: হযরত উসমান বিন আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের দিন তিন প্রকার মানুষ গোনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবেন। যথা- (১) সমস্ত নবীগণ। (২) নবীগণের পর আলেমগণ। (৩) আলেমগণের পর শহীদগণ। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪৩১৩)

প্রিয় উপস্থিতি! এই হাদিসটির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব, নবীগণের পরেই আলেমগণের সিরিয়াল এবং শহীদগণের পূর্বেই তাদের নাম। এর অর্থ তাহলে কী দাঁড়াল? এর অর্থ হল, আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণের পরেই এবং শহীদগণের পূর্বে।

(২) এছাড়াও জামিউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী কিতাবের ১৫৩ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ»

অর্থ: হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আলেমদের কলমের কালি এবং শহীদের রক্ত ওজন করা হবে।

এই হাদিসে লক্ষ্য করুন! প্রথমে বলা হয়েছে আলেমদের কলমের কালির কথা, পরে বলা হয়েছে শহীদের রক্তের কথা। এরমাধ্যমেও শহীদগণের উপর উলামাগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

মৃত্যুর পর আমলের সকল দরজা বন্ধ থাকলেও তিনটি দরজা খোলা থাকে

একজন মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন দুনিয়া সকল উপকরণ থেকে উপকৃত হওয়ার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি নেক আমলের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি দরজা মৃত্যুর পরেও খোলা থাকে। সহীহ মুসলিমের ১৬৩১ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

মুহতারম হাজিরীন! এখানে যদি আমরা উল্লেখিত তিনটি আমলের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনটির মধ্যে দুটিই ইলমের সাথে সম্পৃক্ত।

এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়, অর্থাৎ যে আলেম অন্যকে ইলম শিখিয়েছে। লোকেরা তার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। দ্বীনী ইলম ছাড়া সন্তান কিভাবে নেককার হবে? অর্থাৎ ঐ পিতা মাতা যারা তাদের সন্তানকে দ্বীনী ইলম শিখিয়ে নেককার বানিয়েছে, আর সে সন্তান নিজ পিতামাতার জন্য দুআ করে, আল্লাহ তাআলা সেই দুআ কবুল করেন।

নিজে আলেম হতে না পারলে আলেমদেরকে সম্মান করা ও মহব্বত করা

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যদি কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয় তাহলে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উলামায়ে কিরাম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই তাদের মর্যাদা ও সম্মানকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এটাও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী।

তাই তো জামিউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী কিতাবের ১৪২ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ» قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: وَمَا الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ ".

অর্থ: হাসান বসরী রাহ. বলেন, সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রাযি. বলেন- তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। (জামিউ বায়ানিল ইলম: ১৪২)

উপরে সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রাযি. এর কথা মত, কল্যাণ পেতে চাইলে এই চার বক্সের কোন একটির মধ্যে নিজেকে ঢুকাতে হবে। এই চার বক্সের বাহিরে থাকার কোন অবকাশ নেই।

আলেমদের শূণ্যতা কিয়ামতের আলামত

মুহতারাম হাজিরীন! কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল, কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়া ইলমশূণ্য হয়ে পড়বে। আর সেই ইলমশূণ্যতা আলেমশূণ্যতার দরুন হবে। সহীহ বুখারী'র ১০০; সহীহ মুসলিমের ২৬৭৩ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩)

মুহতারাম হাজিরীন! দুনিয়া যখন আলেম শূণ্যতার কারণে ইলম শূণ্য হয়ে পড়বে তখন পুরো পৃথিবী মূর্খতায় ছেয়ে যাবে। ফলে ভাল মানুষ আর পাওয়া যাবেনা, যার দরুন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পথ সুগম হয়ে যাবে।

প্রিয় উপস্থিতি, দ্বীনী ইলম এমন একটি আলোকবর্তিকা, যা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথে পরিচালিত করে। ইলমই হলো ঈমানের দৃঢ়তা, আমলের শুদ্ধতা এবং চরিত্রের সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কুরআন-হাদীসে ইলমের যে মর্যাদা ও প্রশংসা এসেছে, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য ইলমকে সর্বোত্তম নেয়ামত হিসেবে দান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম দান করুন, ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন এবং দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।